ভোরের কাগজ

তারিখ 04 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

16

ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেলেও বৃত্তির টাকা পাওয়া যায় না

কাগজ প্রতিবেদক : '৯১ সাল থেকে স্নাতক পাস কোর্সের মেধাভিত্তিক বৃত্তিপ্রাপ্তরা আজ পর্যন্ত তাদের সরকারি বৃত্তির টাকা পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো সমন্বয় নেই ও কাজে অবহেলা রয়েছে।

জানা যায়, স্নাতক পাস কোর্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশভিত্তিক টেলেন্ট হলে ৫টি এবং বৃহত্তর জেলাভিত্তিক ২১টি বৃত্তি দিয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাভিত্তিক তালিকা পাওয়ার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এ বৃত্তি দেয়। নিয়মানুযায়ী প্রতিমাসে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির টাকা পাওয়ার কথা। অথচ শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেকে আজো পর্যন্ত এ বৃত্তির টাকা পায়নি। ছাত্রাবস্থায় বৃত্তিটা পেলে অনেক গরিব ছাত্রছাত্রীই উপকৃত হতো।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স উত্তীর্ণ কে এম এনায়েত হোসেন নামে এক ছাত্র অভিযোগ করেছেন, সে ১৯৯২ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গোপালগঞ্জের রামদিয়াহ সরকারি এস কে কলেজ থেকে বিএ (পাস) পরীক্ষায় ১ম বিভাগসহ মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তার রোল নম্বর ৮৬৩৬। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৯৪ সালের এম এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু অদ্যাবধি তিনি বৃত্তির টাকা পাননি। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ '৯৬ সালের ১৫ এপ্রিল ও '৯৭ সালের ২২ জুন দু'দফায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের চিঠি দিলেও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। এনায়েত হোসেন আরো বলেন, বর্তমানে এম এ পাস করে আমরা যারা বেকার জীবনের দুঃসহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি, বৃত্তির টাকাটা পেলে তারা কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস পেতাম।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৯৯৪ সালের আগে স্নাতক পাস কোর্সের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ্রহণ করতো। এরপর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিযোগ বার বার চিঠি ও তাগাদা দেওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মেধা তালিকায় উত্তীর্ণদের সঠিক তালিকা তাদের কাছে প্রেরণ করেনি। এ জন্য তারা অদ্যাবধি বৃত্তির টাকা দিতে পারছে না। এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও এক্ষেত্রে কোনো সহযোগিতা করছে না। অর্থাৎ তারাও তাদের আমল থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধা তালিকা পাঠাচ্ছে না। ফলে '৯১ সাল থেকে স্নাতক পাস পরীক্ষায় মেধাভিত্তিক বৃত্তি প্রাপ্তদের বৃত্তির টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে ঐ দু'তারিখে দু'দফায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেরিত চিঠি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দাপ্তরিকভাবে গ্রহণ করলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মেধাবৃত্তি প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপিকা মেহের আফিজা খাতুন বলেন, আমি চলতি বছরের এপ্রিল এ দায়িত্ব নিয়েছি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর তামাদি হয়ে যাওয়াও অনেক বৃত্তির টাকা আমরা ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি। ১৯৯১ সাল থেকে স্নাতক পাস কোর্সের বৃত্তিপ্রাপ্তরা ছাত্রাবস্থায় বৃত্তির টাকা পায়নি- এটা দুঃখজনক। তবে এ ব্যাপারে পরীক্ষার সেশন জটও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কারণ এর ফলে নির্ধারিত বছরের বৃত্তির টাকা আবার ফেরত চলে যায়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও এ বিষয়ে যথাযথ সহযোগিতা পাওয়া যায় না।